সহনশীল স্বভাবের ফযীলত

12--March-2020

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে। (তিরমিযী শরীফ ২/২৭ হাদীস ৪৮৪)

হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: কিয়ামতের দিন সবচেয়ে নিরাপদে সেই থাকবে, যে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সঙ্গ লাভ করবে, আর হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সঙ্গ নসীব হওয়ার মাধ্যম হলো অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করা। এ দ্বারা বুঝা গেল! দরূদ শরীফ সর্বোত্তম নেকী যে, সকল নেকীর মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা যায় আর জান্নাতে অবস্থানরত দুলহা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাক্ষাৎ লাভ করবে। (মিরাতুল মানাযিহ, ২/১০০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।
(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

নেক ও জায়িয কাজে ভালো নিয়্যত যতো বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

জায়গার অবস্থা এবং ভিন্নতার ভিত্তিতে নিয়্যতে সমূহে কম, বেশি পরিবর্তন করতে পারবে।

✯ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُ الله! ,تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। প্রয়োজন সাপেক্ষে পার্শ্ব পরিবর্তন করে অপর ইসলামী বোনের জায়গা প্রশস্থ করে দিবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য্য ধরবো, ঘুরা-ফেরা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✯ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো। বয়ানের মাঝখানে প্রয়োজন ব্যতীত মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বেঁচে থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবনা এবং কোন আওয়াজও করবো না কেননা এগুলোর অনুমতি নেই, যা কিছু শুনবো, সেগুলো শুনে তার উপর আমল করে এরপর সেগুলো অন্যের নিকট পৌছে দিয়ে নেকীর দা'ওয়াত দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আজ আমরা সহনশীল স্বভাব সম্পর্কে বয়ান শ্রবণ করবো, সর্বপ্রথম সহনশীল স্বভাব সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হবে, সহনশীল স্বভাব কাকে বলে? এটাও বর্ণনা করা হবে, হাদীসে মোবারাকায় সহনশীল স্বভাব এবং ক্ষমা প্রদর্শন করার যে ফযীলত রয়েছে, তাও বর্ণনা করা হবে, আল্লাহ ওয়ালাদের সহনশীলতার কিছু ঘটনা বর্ণনা করা হবে , সহনশীলতার মৌলিক সম্পর্ক রাগ সহ্য করার সাথে রয়েছে, সুতরাং রাগ সহ্য করার কিছু পদ্ধতিও বর্ণনা করা হবে, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এবং হযরত ইমাম জাফর সাদেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওরস পাকও এই মাসেই পালন করা হয়, এই জন্য সংক্ষিপ্তভাবে তাঁর জীবন কর্মের আলোকছটাও শ্রবণ করবো, আসুন সর্বপ্রথম একটি ঘটনা শ্রবণ করি:

সহনশীল স্বভাব হলে তো এমন!

প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ইসলাম কবুল করার জন্য লোকজন উপস্থিত হতো, একদিন ইয়ামেনের বাদশাহের বংশধর হতে হযরত ওয়াইল বিন হুযর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরোহী অবস্থায় বারগাহে রিসালাতে ইসলাম গ্রহণের জন্য আগমন করেন। তাঁকে সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বললেন, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তিন দিন পূর্বে আপনার আগমনের সংবাদ দিয়ে দিয়েছিলেন, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে অনেক খাতির যত্ন করেন, তাঁর জন্য নিজের চাদর মোবারক বিছিয়ে দিয়েছেন, নিজের পাশে বসিয়েছেন, পবিত্র মিম্বরে তাঁর জন্য প্রশংসা মূলক বাক্য ইরশাদ করেন, বরকত পূর্ণ দোয়া করেন এবং হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে তাঁর অবস্থানের/ থাকার জায়গা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব অর্পন করেন। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ঐ সময় যুবক ছিলেন, তিনিও মক্কার একজন সর্দারের সাহেবজাদা ছিলেন কিন্তু প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সংস্পর্শের বরকতে আচার আচরণের ক্ষেত্রে সর্দারের মতো ছিল না, নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হযরত ওয়াইল বিন হুযর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে চলতে শুরু করলেন।

হযরত ওয়াইল বিন হুযর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ উটের উপর আরোহণ ছিলেন অথচ আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সাথে সাথে পায়ে হেঁটে চলতে রইলো, তখন গরমও অধিক ছিল এই জন্য কিছুক্ষণ চলার পর তিনি হযরত ওয়াইল বিন হুযর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বলল, গরম খুব অতিরিক্ত, এখন তো আমার পাও জ্বালাতন করছে, আপনি আমাকে আপনার পেছনে বসিয়ে নিন।

হযরত ওয়াইল বিন হুযর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ পরিষ্কার অস্বীকার করে দিলেন, এতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলল কমপক্ষে আপনার জুতা তো পরার জন্য দিন যাতে আমি গরম থেকে বাঁচতে পারি, হযরত ওয়াইল বিন হুযর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলল, তুমি ঐ লোকদের মতো নও যারা বাদশাহের পোষাক পরিধান করে। তোমার জন্য এতটুকু যথেষ্ঠ যে, আমার উটের ছায়ায় চলতে থাকো, এটা শুনে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অত্যন্ত সহনশীলতার ভাব প্রকাশ করলেন এবং মুখে কোন উত্তর

দিলেন না। এমন একটা সময় আসলো যে, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সম্পূর্ণ সিরিয়া প্রদেশের গভর্নরের দায়িত্ব পেলেন, তখন হযরত ওয়াইল বিন হুযর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে দামেস্কে ডাকা হলো, যখন তিনি দামেস্কে গেলেন তখন হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ তার সাথে অত্যন্ত সম্মানের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং অতীতের ঘটনার বদলা নেওয়ার পরিবর্তে ওয়াইল বিন হুযর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে নিজের সাথে সিংহাসনের উপর বসালেন এবং বললেন: আমার সিংহাসন উত্তম নাকি আপনার উটের পিঠ? হযরত ওয়াইল বিন হুজর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বললেন: হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি সে সময় নতুন নতুন মুসলমান হয়েছিলাম এবং জাহিলিয়্যতের প্রথা সেরকম ছিলো, যেগুলো আমি বলেছি। এখন আল্লাহ পাক আমাকে ইসলামের আলো দিয়ে ধন্য করেছেন এবং আপনি যা কিছু বলেছেন তা হলো ইসলামের তরিকা।

হযরত ওয়াইল বিন হুযর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُহযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর বিনয়ীর প্রতি এই পরিমাণ প্রভাবিত হলেন যে তিনি বললেন: হায় আমি তাকে আমার আগে আরোহন করতাম।

(মু'জামে সগীর, ২/১৪৩, মুসনাদে বেযার, মুসনাদে ওয়াইল বিন হুজর, ১০/৩৪৫, হাদীস ৪৪৭৫)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই ঘটনা থেকে বুঝা গেলো! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাহাবাগণ সহনশীল (অর্থাৎ সহ্য শক্তি এবং নম্র স্বভাবের অধিকারি) ছিলেন। * ভালবাসাপূর্ণ আচরণ কারী ছিলেন। * বিনয়ী ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ ছিলেন। * ধৈর্য্য ও সহনশীল স্বভাবের ছিলেন। * নরম অন্তর এবং দয়াশীল ছিলেন। * অপরের প্রতি ঘৃণা ও নিন্দা হতে পবিত্র ছিলেন। * মন্দ আচরণের উত্তর ভাল আচরণ দিয়ে দিতেন। * মন্দের বদলাও ভাল দিয়ে দিতেন। * গম্ভীর স্বভাবের ছিলেন। * বদলা নেওয়ার পরিবর্তে ক্ষমা দান কারী ছিলেন। * হায়! আমরাও তাদের অনুসরণ কারী হয়ে যেতাম এবং সহনশীলতাকে নিজের স্বভাব বানিয়ে নিতাম। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এই ঘটনায় সাহাবিয়ে রাসূল, অহি লিখক হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এরও আলোচনা হয়েছে, আসুন! এই সম্পর্কে তার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জীবনী ও বৈশিষ্টের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শুনি:

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পরিচিতি

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নাম "মুয়াবিয়া"। তার উপনাম "আবু আব্দুর রহমান", (সেরে ইলামুন নাবলা, মুয়াবিয়া বিন আবি সূফিয়ান, ৪/২৮৫) হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বেলাদত **(Birth)** নবুয়ত ঘোষণার পাঁচ বছর পূর্বে (প্রায় ৬০৪ ইংরেজীতে) হয়েছে। (আল ইসাবা, যিকরে মিন ইসমিহি, মুয়াবিয়া, ৬/১২০) তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দীর্ঘ উচ্চতা সম্পন্ন দেহের অধিকারি ছিলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর রং সাদা ও সুদর্শন এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ চুল এবং দাড়ি মোবারকে মেহেদি লাগাতেন। (আল ইসাবা, ৬/১২০, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫/৬১৯) তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সত্যমনে হুদায়বিয়ার দিন ৭ হিজরিতে ইসলাম গ্রহন করেন এবং মক্কা বিজয়ের দিন সেটার ঘোষণা দেন।

(আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫/৬১৯)

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সহ্য শক্তির উদাহরণ তিনি নিজেই ছিলেন, যেমন

এক ব্যক্তি হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ব্যাপারে কঠোর ভাষায় কথা বলল তো কেউ বলল: যদি আপনি চান তাহলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন। তিনি বললেন: আমার সে বিষয়ে লজ্জা হচ্ছে যে আমার জনগণের কোন অপরাধের কারণে আমার সহ্য শক্তি কমে যাবে। (হিলমে মুয়াবিয়া, ২২ পৃষ্ঠা, নং: ১৪)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সাহাবিয়ে রাসূল হযরত আমীরে মুয়াবিয়া এর সহ্য শক্তি থেকে শিক্ষা গ্রহন করে আমাদেরও সহনশীলতার স্পৃহা সৃষ্টি হওয়া দরকার। সহনশীল স্বভাবের হওয়া উচিৎ। নিজের ভিতরে নম্র এবং ক্ষমা করার অভ্যাস সৃষ্টি করা দরকার। অপরের সাথে আমাদের সুন্দর আচরণ করা প্রয়োজন। অপরকে উপহার দেওয়ার অভ্যাস করে নেওয়া উচিৎ। এরকম অভ্যাস দ্বারা যেহেতু

পরস্পরের মাঝে সম্পর্ক **(Relation)** মযবুদ হবে, পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে, সেই সমাজে সুন্দর পরিবেশও গঠিত হয়।

সহনশীলতার অর্থ কি?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সহনশীলতার অর্থ হলো সহ্য করা, রাগ না করা, পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন না করা। যেহেতু সহনশীলতার এই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে রাগের সময় চুপ এবং নিরব থাকা। **(কিতাবুত তা'রিফাত, ৬৬ পৃষ্ঠা)**

এটা এমন একটি সর্বোত্তম আমল যেটা সৌভাগ্যবান মুসলমানরা আমল করে থাকে, তার গণনা আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় বান্দাদের মধ্যে হয়ে থাকে, যেমন পারা ৪, সূরা আল ইমরান আয়াত **১৩৪** ইরশাদ করেন:

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর রাগ সংবরণকারীরা, মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনকারীরা এবং সৎ ব্যক্তিরা আল্লাহ পাকের প্রিয়।

যেহেতু অপর এক আয়াতে মোবারকায় ক্ষমা করার এবং ধৈর্য্য ধারন করার শিক্ষা এইভাবে দিয়েছে,

যেমন পারা **১৮** সূরা নুর আয়াত **২২** ইরশাদ করেন:

وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ؕ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তাদের উচিৎ যেন ক্ষমা করে দেয় এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি এ কথা পছন্দ করো না যে, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং দয়ালু।

শয়তান কি চাই?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বুঝা গেলো! ক্ষমা করা এবং দয়া করা আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা পাওয়ার মাধ্যম এবং এই স্বভাব আল্লাহ পাকের নিকট অনেক পছন্দনীয়। এতে সন্দেহ নেই যে শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু (Enemy) , যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِنَّ الشَّیْطٰنَ یَنْزَغُ بَیْنَهُمْ ؕ اِنَّ الشَّیْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِیْنًا

(পারা ১৫, সূরা বনি ইসরাইল ৫৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় শয়তান পরস্পরের মাঝে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে দেয়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

* শয়তান কখনো এটা চাইনা যে মুসলমান পরস্পর এক থাকুক, * একে অপরের ভাল করুক, * একে অপরের সম্মানের হিফাযত করুক * একে অপরের দোষ-ত্রুটি গোপন করুক, * ক্ষমাশীল হউক, * নিজের হক ক্ষমা করুক, * একে অপরের হক আদায় করুক, * একে অপরের সাথে একতা পোষণ করুক, বরং * শয়তানতো এটা চাই যে মুসলমান একে অপরের সাথে ঝগড়া করুক, * একে অপরের সম্মানহানি করুক, * অপকর্ম ও মন্দ ব্যবহার করুক, * একে অপরকে খুব গালিগালাজ করুক, * যদি কেউ কাউকে একটা থাপ্পড় মারে তাহলে তার বদলে দুইটি তাপ্পড় মারুক, * যদি কেউ কাউকে একটি লাথি মারে তার বদলে দুইটি লাথি মারুক, * যদি কোন মুসলমানের গাড়ি ভুলক্রমে অন্য কারো গাড়ির সাথে লেগে যায় তো এখন সম্পূর্ণ বাজার গালি এবং লাথি-গুসির বৃষ্টি হয়ে যাক, * যদি বাচ্চার মায়ের কোন ভুল হয়ে যায় তো তাকে মন ভরে অপমান করুক এবং অপদস্ত করা হউক, * বংশের কারো কোন ভুলকে নিজের সমস্যা বানিয়ে তার জীবনের জন্যে তার বৈকঠ করে দিক, * জমিদার এবং তার অধীনস্থদের ছোট ভুলের কারণে তাকে ইচ্ছেমতো অপমান করুক, * উচ্চ পদস্থ এবং নিম্ন শ্রেণির মুসলমান অপরকে হালকা মনে করুক নিজের চেয়ে ছোটকে পিপড়ার মতো মনে করুক। মোট কথা! * মুসলমান পরস্পর ঝগড়া করতেই থাকুক। এখন আমাদের নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা করা উচিৎ যে আমরা আমাদের কাজ কর্মে শয়তানের অনুসরণ করছি নাকি আল্লাহ পাকের আনুগত্য করছি। শয়তান এটা চাই যে মুসলমানরা ছোট ছোট বিষয়ে ঝগড়া বিবাদে লেগে থাকুক যেহেতু আল্লাহ পাক এটা নির্দেশ দিয়েছে যে মুসলমান একে অপরকে ক্ষমা করো, একে অন্যকে ক্ষমা করো যাতে আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করেন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এতে কোন সন্দেহ নেই কোন মুসলমানের কাছ থেকে ভুল **(Mistake)** সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারে সহনশীলতা প্রদর্শন করে তাকে ক্ষমা করা নফসের উপর অনেক কঠিন হয়ে যায়, কিন্তু যদি সহনশীল এবং ক্ষমা করার ফযিলত সমূহ সামনে রাখা হয় তাহলে সহনশীল হওয়া সহজ হয়ে যাবে।

আসুন! সহনশীল এবং মানুষকে ক্ষমা করার স্পৃহা সৃষ্টি করার জন্যে তার ফযীলতের উপর ৪টি হাদীসে মোবারকা শ্রবণ করি: যেমন

সহনশীলতা এবং ক্ষমা করে দেওয়ার ফযীলত

(১) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তিনটি (৩) বৈশিষ্ট যেই ব্যক্তির মধ্যে থাকবে আল্লাহ পাক (কিয়ামতের দিন) তার হিসাব খুবই সহজ ভাবে করবেন এবং তাকে আপন অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরজ করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সে বৈশিষ্টগুলো কি? বললেন: (১) যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দান করো, (২) যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো এবং (৩) যে তোমার উপর জুলুম করে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।

(মু'জামে আওসাত, ৪/১৮, হাদীস ৫০৬৪)

(২) ইরশাদ করেন: জ্ঞান, অর্জন করার দ্বারা আসে, সহনশীলতা কষ্ট সহ্য করার দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং যে মঙ্গল অর্জন করার চেষ্টা করে তাকে কল্যাণ দেওয়া হয় এবং যে মন্দ থেকে বাঁচতে চায়, তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়।

(তারিখে মদীনা দামেস্ক, নং: ২১৬২, রেযা বিন হাইওয়া, ১৮/৯৮ পৃষ্ঠা)

(৩) ইরশাদ করেন: পাঁচটি কাজ আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর সুন্নাত, তার মধ্যে একটি হলো সহনশীলতা। **(মাওসুআতে ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল হিলম, ২/২৪, হাদীস ৬)**

(৪) ইরশাদ করলেন: নিশ্চয় মানুষ সহনশীলতার কারণে রোযাদার এবং রাত জেগে ইবাদত কারীর মর্যাদা লাভ করে। **(মাওসুআতে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল হিলম, ২/২৭, হাদীস ৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শয়তানের কুমন্ত্রণা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সত্তরবার (৭০) ক্ষমা করার দ্বারা সে বিষয়ের দিকে ইংগিত দেওয়া হচ্ছে যে আমরা স্বয়ং নিজেকে সহনশীল বানিয়ে নিই। যতই বড় ভুল সংগঠিত হয়ে যাক, আমাদের সহনশীলতা না ছাড়া প্রয়োজন। আজকে আমরা দেখি যে কারো কোন ভুলের ব্যাপারে এক আদাবার তো ধৈর্য্য ধরে নেয়, কিন্তু যদি দুইবার সেই ভুলই সংগঠিত হয়ে যায় তো এর চেয়ে আরো বৃদ্ধি করে তার বদলা দিয়ে দেওয়া হয় এবং কিছু অপদার্থ তো সামান্য সামান্য কথার উপর রাগান্বিত হয়ে যায়, যেমন * পছন্দনীয় খাবার না পেলে, * ছোট বাচ্চা কাপড়ে প্রশ্রাব করে দিলে, * কেই ভুল করে আমাদের নাম্বারে কল করল, * ট্রাফিক জ্যাম হওয়ার কারণে কেউ এমারজেন্সি কারণে হরণ বাজিয়ে দিলো, * আয়রণ করা ব্যতীত কাপড় পেলো, * মসজিদের অযু খানায় অযু করার সময় তাড়াহুড়া করতে গিয়ে কারো অযুর পানির ছিটকা গায়ে পড়ে গেলো অতঃপর এই ব্যাপারে শয়তান তাকে কুমন্ত্রনা দিলো যে "ক্ষমা করতে থাকলে পরে বুঝতে পারবে তুমি" "সরলমনা হয়ে গিয়েছ তাহলে এই দুনিয়া তোমাকে বাঁচতে দিবে না" "আজকাল সহনশীলতায় কাজ হয়না" "ক্ষমা করার যুগ নেই ভাই!" "ক্ষমা করার দ্বারা মানুষ মাথায় ছড়ে বসে" ইত্যাদি ইত্যাদি। তো মনে রাখবেন! এরকম কথার দিকে কখনো মনোযোগ দিবেন না। সহনশীলতার দ্বারা অপরকে এজন্যে ক্ষমা করে দেওয়া উচিৎ যে এর দ্বারা দুনিয়া সুন্দর হয়ে যায় বরং সহনশীলতা এবং ক্ষমাশীলতা আখিরাতকেও সুন্দর বানিয়ে দেয়।

একারণে আমাদের বুজুর্গানে কেরামের এই স্বভাব ছিলো যে তাদের যতোই ক্ষতি সাধন হোক না কেন তারা সহনশীলতার এবং অনুগ্রহের রশি ছেড়ে দিতেন না।

আসুন! উৎসাহের জন্যে সহনশীলতা এবং ক্ষমা করে দেওয়া প্রসঙ্গে তিনটি (৩) ঘটনা শ্রবণ করি,

(১) ক্ষমা করা শক্তির পরেই হয়ে থাকে!

হযরত মা'মার বিন রাশেদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; এক ব্যক্তি হযরত কাতাদা বিন দিয়ামা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহাজাদাকে জুরে একটি থাপ্পড় মারলো। তিনি বিলাল বিন আবি বুরদারের নিকট তার বিরুদ্ধে সাহার্য্য চাইলো সুতরাং বিলাল বিন আবি বুরদা থাপ্পড় প্রদান কারীকে ডাকলো এবং বসরার সর্দারগণকেও ডাকলো।

তিনি তার কাছে সেই ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করতে লাগলো কিন্তু তিনি সুপারিশ গ্রহন করলেন না এবং ছেলেকে বললেন: বৎস! আস্তিন **(Sleeeves)** উপরে করে নাও এবং হাত উঁচু করে জুরে থাপ্পড় মারো। সুতরাং ছেলে আস্তিন উপরে করল এবং থাপ্পড় মারার জন্যে হাত উঁচু করল তো তিনি তার হাত ধরলেন এবং বললেন: "আমি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্যে তাকে ক্ষমা করলাম, কেননা বলা হয় যে ক্ষমা করা শক্তির পরেই হয়ে থাকে"। **(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ২/৫১৯)**

(২) অত্যাচার কারীকেও দোয়া দিলেন

"ইহয়াউল উলুম" ৩য় খন্ডের পৃষ্ঠা ২১৬ লিপিবদ্ধ রয়েছে: একবার হযরত ইবরাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি মরুভূমিতে তাশরিফ নিয়ে গেলেন ওখানে একজন সিপাহিকে দেখতে পেলেন, সে বলল তুমি কি গোলাম? বললেন: হ্যাঁ! সে বলল: বসতী কোন দিকে? তিনি কবরস্থানের দিকে ইশারা করলেন। সিপাহি বলল: আমি বসতি কোন দিকে প্রশ্ন করছি? বললেন: ঐতো কবরস্থানই। এটা শুনে তার রাগ এসে গেলো এবং সে তার মাথায় চাবুক মেরে দিলো এবং আঘাত করে তাকে শহরের দিকে নিয়ে গেলো। তার সঙ্গীরা তাকে দেখলে সিপাহিকে বলল: কি হলো? সিপাহি বিস্তারিত বর্ণনা করল। তারা সিপাহিকে বলল এনিতো (যমানার অলি) হযরত ইবরাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। এটা শুনতেই সে ঘোড়া হতে নেমে এসে তার হাতে পায়ে চুমু দিয়ে ক্ষমা চাইতে লাগলো। তার কাছ থেকে প্রশ্ন করা হলো: আপনি এটা কেন বলেছেন যে আমি গোলাম। বললেন: সে (সিপাহি) আমাকে এটা জিজ্ঞাসা করেনি যে আমি কার গোলাম? বরং শুধুমাত্র এটা জিজ্ঞেস করেছে যে তুমি কি গোলাম? তো আমি বললাম: হ্যাঁ! কেননা আমি আল্লাহ পাকের গোলাম (অর্থাৎ বান্দা)। যখন সে আমার মাথার উপর মারল তখন আমি তার জন্যে আল্লাহ পাকের নিকট জান্নাতের দোয়া করেছি। আরজ করা হলো: সে আপনার উপর জুলুম করেছে তো আপনি তার জন্যে কেন দোয়া করেছেন? বললেন: আমার এটা জানা ছিলো যে কষ্ট সহ্য কারীর জন্যে সাওয়াব রয়েছে, সুতরাং আমার এই সম্পর্কে জানা ছিলো না যে আমিতো সাওয়াব পাবো এবং সে না আযাবে গ্রেফতার হয়ে যায়।

(ইহয়াউল উলুম, ৩/২১৬)

(৩) গোলাম মুক্ত করে দিলো

হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর এক গোলামের হাত থেকে তার কাপড়ের উপর পানি পড়ে গেলো, তো তিনি তাকে রাগের চোখে দেখলেন, গোলাম বলল: আমার আকা! وَ الۡکٰظِمِیۡنَ الۡغَیۡظَ (আর রাগ সংবরনকারী)। তিনি বললেন: আমি আমার রাগ সংবরণ করে নিয়েছি। গোলাম পূনরায় বলল: وَ الۡعَافِیۡنَ عَنِ النَّاسِ (আর মানুষকে ক্ষমাদান কারী)। তিনি বললেন: যাও! তুমি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্যে মুক্ত এবং আমার সম্পদ থেকে এক হাজার দিনার তোমার।

(বাহরুত দুমু' ২০২ পৃষ্ঠা, আসু কা দরিয়া, ২৭৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাদের চরিত্র **(Manners)** কি রকম চমৎকার হয়ে থাকে যে যদি কেউ কষ্ট দেয়, তখনো রাগান্বিত হওয়া এবং তার কাছ থেকে বদলা নেওয়া তো দূরের কথা এসব ব্যক্তিরা এগুলোর পরিবর্তে তাদেরকে বিভিন্ন উপহারে ধন্য করে দেন। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে আমরা মহান ব্যক্তিদের অনুসরণ করে মুসলমানের কাছ থেকে নিজের স্বার্থের জন্যে বদলা নেওয়ার পরিবর্তে তাদেরকে ক্ষমা করে আখিরাতের সাওয়াবের হকদার হওয়া।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সহনশীল হওয়ার জন্যে রাগ থেকে বাঁচুন!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা সহনশীলতা সম্পর্কে শুনছিলাম। নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে কথা হওয়ার ব্যাপারে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের বাহিরে না করা ধৈর্য্যের চাদর জড়িয়ে নেওয়া সহনশীলতার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। আজকাল সহশীলতা অবলম্বন করা অবশ্যয় শক্তিশালী কাজ সমূহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। কেননা আমাদের স্বভাব সমূহের মধ্যে রাগ জমাট বেধে নিয়েছে। ছোট ছোট কথার কারণে নাক ফুলানো, সম্পর্ক ছিন্ন করা, অনর্থক বক বক করা, মন্দ কথা দ্বারা মুখকে অপবিত্র করা এবং

ঝগড়া বিবাদে উদগ্রীব হয়ে যাওয়া, এসব কিছু আমাদের মধ্যে ব্যাপক হয়ে যাচ্ছে। সেটার একটি মূল কারণ হলো রাগ নিয়ন্ত্রণ না করা।

মনে রাখবেন! রাগ একটি এমন আগুণ যেটা লাগার দ্বারা মানুষকে ফুড়ে যাওয়া ইমারতের মতো শূণ্য এবং অকেযো করে ছেড়ে দেয়। রাগ পশমিত হওয়ার পর আফসোস এবং লজ্জা মানুষকে ঘেরাও করে নেয়। সহনশীল হওয়ার জন্যে এবং তার ফযিলত পাওয়ার জন্যে রাগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখা জরুরী। অনেক মন্দ সৃষ্টি করার পাশাপাশি আখিরাতের জন্যেও ধংসের বড় কারণ হয়ে থাকে। * মানুষকে অনেক গুনাহে নিমজ্জিত করতে পারে। * মারামারির দিকে উৎসাহিত করে। * অপরের সম্মান নষ্টের কারণ হয়। * লজ্জাহীনকর কথা এবং খারাপ কথা বলার প্রতি উৎসাহিত করে। * অন্যকে ঘৃণা করার কারণ হয়। * অপরের হক নষ্ট করার কারণ হয়। * হকদারকে তার হক আদায়ে বাধা প্রদান করে। * মানুষের জাহির এবং বাতিনের পার্থক্যকে প্রকাশ করে দেয়। * ভালবাসা সমূহকে নিঃশেষ করে দেয়। * দূরত্ব সমূহকে বৃদ্ধি করে দেয়। * ঘনিষ্ট ও মযবুদ আন্মীয়তা শেষ করে দেয়। * অনেক মন্দ স্বভাবের দিকে নিয়ে যায়।

মনে রাখবেন! অতিরিক্ত রাগে বশির্ভূত হয়ে মযবুদ বস্তু সমূহকে ভেঙ্গে দেওয়া, ক্ষমতা প্রয়োগ করা এবং অন্যজনকে নিজের রাগের ভয় লাগানো এটা বাহাদুরি নয় বরং রাগের সময় স্বয়ং নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখাটাই হলো বাহাদুরি। মেহেরবান ও দয়াশীল আকা হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে রাগকে সংবরণ করবে যেহেতু সে নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ রাখতো তো আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার অন্তরকে নিজের সন্তুষ্টি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন।

(কানযুল উমাল, ৩/১৬৩, হাদীস ৭১৬, গুচ্চা কা ইলাজ ১১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাগের চিকিৎসা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সহনশীলতা অর্জন করতে এবং রাগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে জরুরী যে রাগ দমনকারী বিষয়গুলোকে সামনে রাখা কেননা * রাগই অধিকাংশ মন্দের কারণ হয় * দুই ভাইয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নের কারণ হয় * স্ত্রী তালাক

(Divorce) দেওয়া কারণ হয়। * পরস্পরের মাঝে ঘৃণা বাড়িয়ে দেয় * অন্যায়ভাবে হত্যার কারণ হয়।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: যখন কারো উপর রাগ আসে, ঝগড়া-ঝাড়ি এবং মারামারি করতে মন চাই তো নিজে নিজেকে বুঝান: যে অন্যের প্রতি যদিওবা আমি ক্ষতমাবান কিন্তু এর চেয়ে বেশি সীমাহীন আল্লাহ পাক আমার উপর ক্ষমতাবান, যদি আমি রাগান্বিত হয়ে কারো মনে কষ্ট দিই বা কারো হক নষ্ট করি তো কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের রাগ হতে আমি কিভাবে রেহায় পাবো?

(রাগের চিকিৎসা, ১৫ পৃষ্ঠা)

রাগের চিকিৎসার মধ্যে এটাও রয়েছে যে রাগ আসার সময় আল্লাাহ ওয়ালাদের মতো ধরন এবং তাদের ঘটনাগুলো মস্তিষ্কে পূনরাবৃত্তি করা, আসুন এরকম তিনটি (৩) ঘটনা শ্রবণ করি:

(১) কোন ব্যক্তি আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদূনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যাপারে কঠোর ভাষায় কথা বলল। তিনি মাথা ঝুকিয়ে নিলেন এবং বললেন: তুমি কি এটা চাও যে আমার রাগ আসুক এবং শয়তান আমাকে অহংকার এবং রাজত্বের অভিমানে নিমজ্জিত করুক, আমি তোমাকে জুলুমের নিশানা বানায় এবং কিয়ামতের দিনে তুমি আমার কাছ থেকে সেটার বদলা নাও, আমার দ্বারা সেটা কখনো হবে না। এটা বলে তিনি চুপ হয়ে গেলেন।

(কিমায়ে শাআদাত ২/৫৯৭, গুচ্চে কি ইলাজ, ১২ পৃষ্ঠা)

(২) কোন ব্যক্তি হযরত সালমান ফারসি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে গালি দিলো। তিনি বললেন: যদি কিয়ামতের দিন আমার গুনাহের পাল্লা ভারী হয় তাহলে তুমি যা কিছু বলেছ, আমি তার চেয়েও খারাপ যদি আমার সেই পাল্লা হালকা হয় তাহলে আমি তোমার গালির পরওয়া করিনা। **(ইত্তেহাফুস সাআদাত, ৯/৪১৬, গুচ্চে কি ইলাজ, ১২)**

(৩) কোন ব্যক্তি হযরত শা'বী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে গালি দিলো, তিনি বললেন: যদি তুমি সত্য বলে থাকো তাহলে আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করুক এবং যদি তুমি মিথ্যা বলে থাকো তাহলে আল্লাহ পাক তোমাকে ক্ষমা করে দিক।

(ইহয়াউল, ৩/২১২, গুচ্চে কি ইলাজ, ১৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুরআনে পাকের সাথে সম্পর্কিত কিছু আদব

* কুরআন মাজীদকে জুসদান ও গিলাফ দিয়ে জড়িয়ে রাখা আদব। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়িনে ইকরাম رَحِمَهُمُ الله এর যুগ থেকে এর উপর মুসলমানের আমল। (বাহারে শরীয়ত, ১৬/১৩৯ পৃষ্ঠা) * কুরআন মাজীদের আদবের মধ্যে এটাও রয়েছে যে সেটার দিকে যেন পিঠ না যায়, পা প্রসারিত করা না হয়, আর না পা তার উপর উঁচু করবে, আর না স্বয়ং নিজে উঁচু জায়গায় হবে আর কুরআনে পাক এর নিচে হবে। * (আরও) অভিধান ও নাহু ও সরফ (তিনটি কিতাব) একই মর্যাদার, এর মধ্যে প্রতিটি কিতাব একটি অপরটির উপর রাখতে পারবে এবং এগুলোর উপর ব্যাকরণের কিতাবাদি রাখবে এগুলোর উপর ফিকহ এবং হাদীসের কিতাবাদি ও কুরআন ও হাদীস থেকে সংকলিত দোয়া সমূহ এবং ফিকহের কিতাবের উপর অন্যান্য তাফসীরের কিতাব এর উপর কুরআনে মাজীদকে সবার উপর রাখুন। কুরআনে পাক যেই বাক্সে রাখবে সেটার উপর কাপড় ইত্যাদি না রাখা। (ফতোওয়ায়ে আলমগীরি, ৫/৩২৩-৩২৪) * কেউ বরকতের নিয়্যতে কুরআনে মাজীদ ঘরে রাখল এবং তিলোওয়াত করে না তাহলে গুনাহ হবে না বরং তার এই নিয়্যত সাওয়াবের মাধ্যম। (ফতোওয়ায়ে কাযিখান ২/৩৭৮) * অমনোযোগীর কারণে কুরআনে করিম যদি হাত থেকে ছুটে গিয়ে তক্তা ইত্যাদির উপর থেকে যমিনে তাশরীফ নিয়ে যায় (অর্থাৎ পড়ে যায়) তো না কোন গুনাহ হবে আর না কাফফারা। * বিয়াদবির নিয়্যতে কেউ কুরআনে করিমকে কেউ যমিনে নিক্ষেপ করল বা বিয়াদবির নিয়্যতে সেটার উপর পা রাখল তো সে কাফির হয়ে গেলো। * যদি কুরআনে পাক উঠিয়ে বা তার উপর হাত রেখে কসমের শব্দ বলে কোন কথা বলল তো এটা অনেক "কঠিন কসম" হলো এবং যদি কসমের শব্দ না বলে তো শুধুমাত্র কুরআনে করিম হাতে নিয়ে বা সেটার উপর হাত রেখে কথা বলা না কসম না তার কোন কাফফারা। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ১৩/৫৭৪-৫৭৫)